উফরা রোগ

উফরা রোগ দমন করুন
অধিক ফসল ঘরে তুলুন

ফ্যাক্ট শীটঃ ধানের রোগবালাই ও এর ব্যবস্থাপনা

ব্রি বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

রোগ পরিচিতি

প্রতি বছর প্রায় দুই লাখ হেক্টর জমির ধান উফরা রোগে আক্রান্ত হয়। সাধারণত শতকরা ৪০-১০০ ভাগ ফলন নষ্ট হয়ে যেতে পারে। বিভিন্ন এলাকায় এ রোগ ডাকপোড়া, জ্বলে যাওয়া, পুড়ে যাওয়া, লোনা লাগা ইত্যাদি নামে পরিচিত। বৃহত্তর বরিশাল, পটুয়াখালি, ফরিদপুর, কুমিল্লা, সিলেট, খুলনা ও ঢাকা জেলায় এ রোগ দেখা যায়। রোপা আমন, বোরো এমনকি আউশ ধানেও এ রোগ দেখা যায়।

রোগের কারণ ও লক্ষণ

এক ধরনের কৃমি দ্বারা এ রোগ হয়। কৃমি ধান গাছের আগার কচি অংশের রস শুষে খায়, ফলে পাতা ও খোলের সংযোগস্থলে সাদা ছিটা-ফোটা দাগ দেখা দেয় (চিত্র-১)। আক্রমণ বেশি হলে ডিগ পাতা পুরোটাই সাদা হয়ে যেতে পারে (চিত্র- ২)। সাদা দাগ ক্রমে বাদামি রঙে পরিণত হয় এবং পরে এ দাগ বেড়ে সম্পূর্ণ পাতাটাই শুকিয়ে ফেলে। ফলে অনেক সময় থোড় হতে ছড়া বের হতে পারে না বা বের হলেও অর্ধেক বা আংশিক বের হয়। তবে ধান খুব চিটা ও অপুষ্ট হয়। ছড়া বের হতে না পারলে তা ভিতরে মোচড়ানো অবস্থায় থাকে (চিত্র- ৩)। আক্রান্ত গাছ সুস্থ গাছের তুলনায় কিছুটা বেঁটে হয়। আক্রমণ বেশি হলে জমিতে তেমন কোন ফলন হয়না (চিত্র- ৪)।

চিত্র-১: রোগের প্রাথমিক লক্ষণ

চিত্র-২: আক্রান্ত ডিগপাতা

চিত্র-৩: আক্রান্ত শীষ

চিত্র-৪: আক্রান্ত ফসলের ক্ষেত

আক্রমণের অনুকূল অবস্থা ও বিস্তার পদ্ধতি

শুকনো আবহাওয়া ও কম তাপমাত্রার জন্য বোরো ধানে এ রোগের প্রকোপ কিছুটা কম হয়। বাতাসের তাপমাত্রা ২৮-৩০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড, বায়ুর আর্দ্রতা শতকরা ৭০ ভাগের বেশি, ঘন ঘন বৃষ্টি ও জমিতে পানি জমে থাকা এ রোগের জন্য বিশেষ উপযোগী। এই কৃমি ফসল কাটার পর আক্রান্ত গাছে কুণ্ডলী পাকিয়ে অথবা স্বাভাবিক অবস্থায় বেঁচে থাকতে পারে। আক্রান্ত জমির পরিত্যক্ত নাড়া, খড়কুটা শিষে বা ঝড়ে যাওয়া ধানে এবং মাটিতে কোন খাদ্য ছাড়াই এই কৃমি কুন্ডলী পাকিয়ে ৬-৮ মাস বেঁচে থাকতে পারে। প্রাথমিক উৎস থেকে বৃষ্টি, সেচ অথবা বন্যার পানিতে কৃমি বের হয়ে আসে এবং ধান গাছে আক্রমণ করে।

দমন পদ্ধতি

- উফরা রোগ প্রতিরোধ করতে পারে এমন কোন উফশী ধান এখনও পাওয়া যায়নি। তবে রায়দা এবং বাজাইল জাতীয় স্থানীয় জলি আমন ধানে প্রতিরোধ ক্ষমতা আছে।
- রোগাক্রান্ত জমির ফসল কাটার পর নাড়া ও খড় জমিতে পুড়ে ফেলা।
- ঘাস জাতীয় আগাছা, আক্রান্ত ধানের গোড়া থেকে গজানো কুশি বা মুড়ি ধান গাছ ধ্বংস করা।
- রোগাক্রান্ত জমির খড় গরুকে খাওয়ানোর জন্য বাড়িতে স্তুপ দিয়ে না রেখে বরং পুড়ে ফেলা ভাল, কারণ এ খড় কৃমি বহন করে ও পরে বৃষ্টির পানির সাথে জমিতে গড়িয়ে আসে।
- যেখানে সম্ভব সেখানে বছরের প্রথম বৃষ্টির পর জমি চাষ দিয়ে ১৫-২০ দিন শুকানো।
- ধান ছাড়াও জমিতে অন্যান্য ফসলের চাষ করা।
- বীজতলা থেকে উফরা আক্রান্ত চারা বেছে জমিতে সুস্থ চারা লাগানো।
- ফুরাডান ৫ জি নামক দানাদার কৃমিনাশক বিঘা প্রতি ৩ কেজি হিসেবে ফসলের প্রথম অবস্থায় ক্ষেতে ছিটিয়ে মিশিয়ে দেয়া। কুরাটার ৫জি দিয়েও ভাল ফলাফল পাওয়া যায়।
- উফরা আক্রান্ত এলাকায় প্রতি কাঠা বীজতলাতে ১৫০ গ্রাম দানাদার কৃমিনাশক ছিটিয়ে দিয়ে ধানের বীজ বুনলে চারাতে এ রোগ হওয়ার আশংকা কম থাকে।
- চারা লাগানোর ১২-২০ ঘন্টা আগে বীজতলা থেকে উঠিয়ে তার শিকড় কৃমিনাশকের ১.৫% দ্রবণে (এক লিটার পানিতে ১.৫ গ্রাম কৃমিনাশক) ভিজিয়ে রেখে পরে তা জমিতে লাগানো।

আরো তথ্যের জন্য ঃ
পরিচালক (গবেষনা), ব্রি, গাজীপুর-১৭০১ ই-মেইলঃ dr@brri.gov.bd